



বীর শহীদ

মো: রায়হান

জন্ম তারিখ:

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

শাহাদাতের তারিখ:

৫ আগস্ট, ২০২৪

বিভাগ:

ঢাকা সিটি

জেলা:

ঢাকা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : দিনমজুর

শাহাদাতের স্থান: মুগদা, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

একজন দিনমজুরের নিষ্পাপ স্বপ্ন থেকে

শহীদের মাটি পর্যন্ত যাত্রা

শহীদ পরিচিতি

ঢাকার কলতা বাজারের এক সরু গলিতে, ভাঙাচোরা দালানের আড়ালে, কাঁচা সিমেন্টের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক নিরীহ, নিরালস্য মানুষ। নাম তার মো: রায়হান। কেউ ডাকতো "রায়হান ভাই", কেউবা শুধুই "চাচা", কিন্তু ক'জন জানতো তার ভেতরের বেদনা, তার নিঃসঙ্গ সংগ্রাম? সেই মানুষটা ছিলেন একজন দিনমজুর, যিনি জীবনের ভার টানতেন না কেবল নিজের কাঁধে, বরং এক অসুস্থ শরীর, প্রিয় স্ত্রী, একমাত্র ছেলে নাজমুল, আর পেছনে পড়ে থাকা বাবা-মায়ের ভালোবাসার দায় নিয়েই টেনেছিলেন।

রায়হানের জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে, ঢাকা শহরের গলির ভেতর এক দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে। বাবা মোঃ সালাউদ্দিন এক কাঠমিস্ত্রি, যিনি ৭০ বছর বয়সেও ঘাম ঝরান ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মা রহিমা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি দোয়া করতেন, ছেলে যেন অন্তত একটু ভালো থাকে। রায়হান পড়াশোনায় খুব এগোতে পারেননি, জীবন তাকে সময় দেয়নি। ২৫ হাজার টাকার মাসিক আয়ে সংসার চালাতো, ভাঙা বাসায় বৃষ্টির দিন টিনের ছাদ গোনা, আর একমাত্র ছেলের স্কুলের ফি সবই ছিল তার বাস্তবতা। কিন্তু সে ছিল একজন শান্ত মানুষ। একটু সহজ-সরলও। কে কী বললো, তাতেই বিশ্বাস করে নিতেন। তাই হয়তো শত্রু আর বন্ধুর ফারাক বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জুলাইয়ের আগুনে জ্বলতে থাকা শহর

২০২৪ সালের জুলাই মাসে যখন ঢাকার বাতাস ছিল উত্তপ্ত, রাজপথে ছিল ছাত্রদের বিক্ষোভ, "জুলাই বিপ্লব" তখন শুধু রাজনীতি ছিল না, ছিল বেঁচে থাকার দাবি, ন্যায়ের জন্য গর্জন। গোটা ঢাকা যেন এক আতঙ্কে মোড়ানো বিস্ফোরক কুয়াশায় ঢেকে যায়। পেছনে দাঁড়ানো গরিব মানুষগুলো তখনও ভাবতো "এইটা ওদের জিনিস, আমরা তো শুধু কাজ করেই বাঁচি। রায়হানও রাজনীতি বোঝেননি। না কোনো দল চিনতেন, না কোনো মিছিলের রঙ বুঝতেন। বোঝেননি বলেই ভয়াবহ সেই পরিস্থিতির মাঝখানেও বেরিয়ে পড়েছিলেন শুধু একটু ফ্রি চিকিৎসার আশায়। ডান হাত ভেঙে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। ফার্মেসির ওষুধে আর কোনো লাভ হচ্ছিল না। এক প্রতিবেশী বলেছিল, "মুগদা হাসপাতালে গরিবদের ফ্রি চিকিৎসা দেয়।" তার চোখ জ্বলে উঠেছিল সেই আশাতে।

"বউ, আমি মুগদা যাই। হাসপাতালেই তো ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিবো বলতেছে।"

স্ত্রী বলেছিলেন, "যেওনা, এখন রাস্তা ভালো না।"

তিনি হেসে বলেছিলেন, "একটু গিয়েই দেখি, তেমন কিছু হইবো না।"

ঘটনার দিন: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল পাঁচটা। রায়হান মুগদা হাসপাতালের দিকে যাচ্ছেন। আর তখনই শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পুলিশ আর ছাত্রদের মুখোমুখি সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান তিনি। শরীরটা তখনই দুর্বল ছিল, হাতের ব্যথা ছিল প্রবল। হঠাৎ পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়। ভয়ে দৌড়ান। এক জায়গায় পড়ে যান। তারপর অন্ধকার। সেই মুহূর্তে, নিজের মোবাইল থেকে স্ত্রীকে ফোন করে বলেন, "বড় গভগোল হইছে, পুলিশ মারছে সবাইরে... আমি এইখানে আছি, দোয়া কইরো।"

এটা ছিল তার শেষ কথা। রাতে বারবার ফোন করেও বড় ভাই রায়হানকে পাননি। শেষমেশ রাত তিনটার দিকে এক অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে "এই লোক আপনার কি হয়?"

ভাই বলেন, "আমার ছোট ভাই।"

লোকটি বলে, "ওনার লাশ হাতিরঝিল ব্রিজের নিচে পড়ে আছে। পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন।"

রায়হানের বড় ভাই, ছোট বোন স্বর্ণা আক্তার নূরজাহান আর বৃদ্ধ পিতা ছুটে যান সেখানে। দুইটি লাশ পড়ে ছিল। একটির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন, পুরো শরীর রক্তে ভেজা। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বিচ্ছিন্ন। তখন সেনাবাহিনীর এক অফিসার এসে বলেন, "চেনেন?" তারা চোখের জল ফেলে মাথা নাড়েন।

"তাহলে নিয়ে যান। আরেকজনের লাশ আমরা নিচ্ছি।" তাদের গলায় তখন কোনো আওয়াজ ছিল না, শুধু বুকের ভেতরে চাপা কান্না।

নিরব ভালোবাসা, অপূর্ণ চাওয়া তার ছোট বোন বলেছিলেন, “ভাইয়া একটু নরম মনের ছিল। রান্না ভালোবাসতো, আমার হাতে রান্না খেতে আসতো। ৩ আগস্ট ফোন দিয়ে টাকা চাইছিল। আমি বলছিলাম দু-একদিন পর আসবো। কিন্তু আমি যাইতে পারি নাই। এখন শুধু আফসোস হয় শেষ চাওয়াটাও পূরণ করতে পারি নাই।”

শেষ আশ্রয়: জুরাইন গোরস্থান

রায়হানের রক্তাক্ত দেহ এখন চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে জুরাইনের মাটিতে। পেছনে রয়ে গেছে একটি ছোট ছেলে, একটি কাঁদতে থাকা স্ত্রী, দুটি বৃদ্ধ চোখ আর এক অসমাপ্ত প্রহর যেখানে তার নাম নেই কোনো রাজনীতির পাতায়, কিন্তু তার রক্ত লেগে আছে সেই আন্দোলনের কালো মাটিতে।

শেষ কথা: রায়হান কোনো নেতা ছিলেন না, ছিলেন না বক্তা, কিংবা কোনো পোস্টারের মুখও নন। তিনি ছিলেন একজন মানুষ যিনি বিশ্বাস করেছিলেন অন্য মানুষের কথায়, ভেবেছিলেন একটু চিকিৎসা পেলে বাঁচবেন। কিন্তু তিনি চিরদিনের মতো ঢলে পড়েছেন “জুলাই বিপ্লব”-এর এক নীরব শহীদ হয়ে। তিনি আমাদের চোখে অচেনা, কিন্তু সেই লাখে রায়হানের প্রতীক যারা শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু যাদের প্রাণ দিয়েও কিছুই চাওয়ার ছিল না।

শহীদ মোঃ রায়হান আপনার সহজ সরলতা আজ একটি জাতির বিবেককে প্রশ্ন করে:

কেন একজন গরিব চিকিৎসা পেতে গিয়ে গুলিতে মারা যায়?”

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

শহীদের পূর্ণ নাম : মো: রায়হান

জন্ম তারিখ : ০১-০২-১৯৮৬,

পেশা : দিনমজুর

পিতার নাম : মো: সালাউদ্দিন, পেশা ও বয়স: কাঠমিস্ত্রি, ৭০

মায়ের নাম : রহিমা বেগম, পেশা ও বয়স: গৃহিণী, ৫৮

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি-৪০, কলতা বাজার, কোতয়ালী, ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : বাসা-৪২৮/এ, এলাকা-মীরহাজীরবাগ, আদর্শ স্কুলের পশ্চিম পাশে

থানা-শ্যামপুর, জেলা: ঢাকা

মাসিক আয় : ২৫,০০০

এক ছেলে : নাজমুল(১১), ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র

ঘটনার স্থান : মুগদা

আক্রমণকারী : পুলিশ

আহত হওয়ার তারিখ : ৫/৮/২৪, সময়: বিকাল ৫টা

মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ৫/৮/২৪, বিকাল ৬টা (আনুমানিক)

শহীদের কবরের অবস্থান : জুরাইন গোরস্থান

প্রস্তাবনা

শহীদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন

শহীদের সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

শহীদ পরিবারে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (সূরা আল-বাকারা ২:১৫৪)

হাদীস শরীফ

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৮)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



আজিমপুর/জুলাই/কবরস্থানের রশিদ বহি ২৫৫
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ক্রমিক নং 29666
বহি নং: 297
তারিখ: ০৬/০৮/২০২৪
(ক) মৃত ব্যক্তির নাম: মাসুদ হোসেন
পিতার/মামার নাম: মাসুদ হোসেন
গ্রাম-পুত্রা-৮৮৭৭-৩০০০/৮৮৭৭
ক্রমিক নং: ৮৮৭৭-৩০০০/৮৮৭৭
বয়স: ৩৫-৩৬ বছর
কবরের আকৃতি: }
মসজিদ: ৪০০০/৮৮৭৭
(খ) মিস দায়ের নাম: মাসুদ হোসেন
বিস্তারিত টিকানা: }
মৃত্যুের কারণ: কবরস্থানের আশেপাশে কবর খোদাই মিস কবর খোদাই
০০০০/৮৮৭৭
টাকা মার বুঝিয়া পাঠানো: }
স্বাক্ষর: ০৬/০৮/২০২৪

রায়হানের এতিম শিশুটির কি হবে?

© হাফেজ ইসলাম চাবি

আমার ভাইয়ের ১১ বছরের একটি ছেলে আছে। ছেলেটা এতিম হয়ে গেছে। এই এতিম শিশুটির এখন কি হবে? ভাইকে খুব দুঃখসহ্যে মারা হয়েছে। হাতের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। একটি অনুমানে এক দুঃখসহ্যে মারা পড়ে সেটা আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাই হত্যার সঠিক বিচার চাই, সঠিক কান্ট্রা বিচারিত করার এজেন্ডাই নয়া শিশুটির এই প্রতিবেদনের কাছে মনের অভিযোগ বর্ণনা করেছেন কেউ।

আমাদের শিশু রায়হান হোসেন সামান্য বোন সোনারী স্বর্ণ।
হাফেজ হোসেন গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা আন্দোলনে শহরের সংখ্যা প্রায় হাজার টুই টুই। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী এনে পশ্চিম শহরের সংখ্যা ৬৫০ জন। তাদের মধ্যে শিশু শিকারী, চাকরিহীন, দিনমজুর, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণিপেশার মধ্যে রয়েছেন। অনেক দিল্লি মল্লু নিহত হয়েছেন। অনেক ঘর থেকে বের হওয়ার আগে জানতেন না খবর আর নিহত পালক কি না। টিক-এমন ঘটনা ঘটলে হাফেজ হোসেনের বীর প্রতিবেদন এগারের সাতজন হোসেন সামান্যের সাথে। কিন্তু রায়হানের বোন সোনারী স্বর্ণ ও তার স্বজনদের সাথে কথা বলেন, আমার ভাই রায়হান হোসেন সামান্য একজন দিনমজুর ছিলেন। পেশাগত কাজে তিনি হাতে আঘাত পান। এ জন্য হাতের কোনো হাতুড়ো ছেড়ে গেছে কি না চেকআপ করতে দুঃখ মেডিক্যাল হাসপাতালে যান ভাই। কিন্তু সে সময় হঠাৎ মেডিক্যালের সামনে আন্দোলনকারীদের ভাষা শুনে গুলি ছোড়ে পুলিশ। চারদিনের গোপন চলা অবস্থায় তিনি পড়ে ৯-৮-৭-এর কথামে

